সংবাদ

তারিখ ... 19 MAY ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মেয়ে শিশুদের শিক্ষা : কিছু ভাবনা

ফাহমিদ ফারহান

(গতকালের পর)

অন্যদিকে পরিবার প্রধান যদি নিম্ন মাধ্যমিকের সমমানের শিক্ষা লাভ করেন তাহলে ওই পরিবারের দরিদ্র থাকার সম্ভাবনা ৫০ শতাংশ হ্রাস পায়। তাছাড়া শিক্ষার সঙ্গে উন্নয়নের রয়েছে ওতপ্রোত সম্পর্ক। কারণ ভবিষ্যতে আমাদের অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তন হবে। অর্থাৎ আমরা কৃষিনির্ভর অর্থনীতি থেকে ক্রমে শিল্পনির্ভর অর্থনীতিতে প্রবেশ করছি। এ সময় আমাদের প্রয়োজন পড়বে অসংখ্য দক্ষ শ্রমিকের। দক্ষ শ্রমিক তৈরির ক্ষেত্রে প্রাথমিক অক্ষরজ্ঞান সম্পর্কে ধারণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ওপরের আলোচনা থেকে এ বিষয়টি প্রতীয়মান হয় যে, কোন দেশের উন্নয়নে শিশু শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য। এখানে আমরা নজর দেব মেয়ে শিশুদের শিক্ষার বিষয়ে। মেয়ে শিশুদের শিক্ষা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আজকের মেয়ে শিশুই আগামীদিনের মা। কাজেই তাকে যথাযথ শিক্ষায় শিক্ষিত না করলে জাতির ভবিষ্যৎ ততটা উজ্জ্বল হবে না। মেয়ে শিশুদের শিক্ষা শুধু তাকে এবং তার পরিবারকেই সমৃদ্ধ করে না; একই সঙ্গে দেশের উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। নিচের প্রবাহ চিত্রের মাধ্যমে তা সহজে বোঝানো যায়। নিচের চিত্র থেকে এটা প্রতীয়মান যে, মেয়েদের যদি শিক্ষিত করে গড়ে তোলা যায় তবে তার পরিণত বয়সে বিয়ে হবে। পরিণত বয়সে বিয়ে হলে সন্তান জন্মদানের মোট সময়ের পরিমাণ কমে যায় এবং অধিক সন্তান জন্মদানের বিপদ সম্পর্কে সম্যক অবহিত থাকায় শিক্ষিত মেয়েরা সাধারণত কম সংখ্যক সন্তানের জন্ম দিয়ে থাকেন। তাছাড়া তারা এক সন্তানের জন্মের পর অপর সন্তানের জন্মের মাঝে বেশ কিছুটা সময়ের বিরতি দেন, যা মা ও শিশু উভয়ের স্বাস্থ্যের জন্য অতীব প্রয়োজনীয়। এছাড়া এ থেকে দেখা যায়, এসব মেয়েরা উন্নত স্বাস্থ্যসেবার সুবিধা সম্পর্কে জ্ঞান থাকার কারণে সন্তানের চিকিৎসার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন এবং তারা সন্তানের জন্য অধিকতর পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের ব্যবস্থা করেন। এর ফলে তাদের সন্তানদের বেঁচে থাকার হার বেশি এবং এসব শিশুর মেধাবিকাশও যথাযথ হয়, যা ভবিষ্যতের দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির সোপানস্বরূপ। গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব শিশুর পুষ্টির অভাব রয়েছে তারা ভবিষ্যতে শিক্ষা গ্রহণে নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হয়। তাছাড়া জন্ম নেয়া সন্তানের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা বেড়ে যাওয়ার কারণে তাদের মধ্যে সন্তান জন্ম দেয়ার প্রবণতা কমে যায়। যা পরিশেষে মহিলা প্রতি উর্বরতা হার হ্রাসে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। এসব কারণে এসব মহিলাদের ছেলে-মেয়েরা উন্নততর শিক্ষার সুযোগ লাভ করে যা ভবিষ্যতের সমৃদ্ধ দেশ নির্মাণে সহায়ক। তাছাড়া এসব মায়েদের যেসব মেয়ে শিশু রয়েছে তারা উন্নততর শিক্ষা, পুষ্টি লাভের কারণে শিক্ষিত মেয়েদের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায়। এর ফলে পূর্ববর্ণিত ধাপ অনুযায়ী দেশের সমৃদ্ধির সম্ভাবনার দুয়ার আরও প্রসারিত হয়। আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে পদক্ষেপ নেয়া হয় স্বাধীনতার পরপরই। ১৯৭৩ সালে ৩৬ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়কে একসঙ্গে জাতীয়করণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ উন্মুক্ত করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৩ সালে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয় এবং ১৯৯৪ সালে চালু হয় খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচি। এর ফলে বিপুল সংখ্যক স্কুলে যাওয়ার উপযোগী শিশুদের স্কুলমুখী করা সম্ভব হয়। ১৯৭০ সালে যেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সর্বমোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৩৫ লাখ ৮০ হাজার সেখানে ১৯৮০ সালে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৪ লাখ ১০ হাজারে। (চলবে)